প্রশ্ন (২) ঃ সুলতান ইলতুৎমিস সিংহাসনে আরোহনকালে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হন? তিনি কীভাবে সেগুলির সমাধান করেন?

উত্তর ঃ দিল্লি সুলতানির প্রথম রাজবংশ মামেলুক বংশ বা দাসবংশ নামে খ্যাত। দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১১খ্রি:)। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন আরামশাহ। তিনি ছিলেন দুর্বল ও অযোগ্য। ফলে কুতুব উদ্দিনের জামাতা সামসুদ্দিন ইলতুৎমিস তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে দিল্লির সিংহাসনে দখল করেন। 'ইলতুৎমিস' শব্দের অর্থ হল 'সাম্রাজ্যের পালনকর্তা। ১২১১-১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ মিনহাজউদ্দিন সিরাজ রচিত 'তবকাৎ ই নাসিরি', মহম্মদ ইসামী রচিত 'ফুতুহ উস সালাতিন', নূরউদ্দিন মহম্মদ উকির রচিত 'জুয়ামিনুল হিয়াকাৎ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়।

ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিথেকে জানা যায় যে সুলতান সামসউদ্দিন ইলতুৎমিস সিংহাসনে আরোহনের পর কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হন। এগুলি হল -

(১) ইলতুৎমিস সিংহাসনে আরোহনের পর প্রতিপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হন। কেননা, কুতুবউদ্দিনের সমকক্ষ তাজউদ্দিন ইলদিজ (গজনীর শাসনকর্তা) ও নাসির উদ্দিন কুবাচা (সিন্ধু-মুলতানের শাসনকর্তা) ইলতুৎমিসের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে দিল্লি দখলের চেষ্টা করেন।

(২) ইলতুৎমিস সিংহাসনে আরোহনের পর এক সাংবিধানিক সমস্যার সম্মুখীন হন। কেননা, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতায় বসেন নি; তিনি আমীর-ওমরাহদের সাহায্যে সিংহাসনে বসেন। ফলে আমীর-ওমরাহরা নিজেদিকে সুলতানের সমকক্ষ বলে মনে করতেন।

(৩) ইলতুৎমিস সিংহাসনে আরোহনের পর বাংলার শাসনকর্তা আলিমর্দান খলজী বিদ্রোহ করেন এবং নিজেকে বাংলার

সুলতান বলে ঘোষণা করেন। ফলে বাংলা সুলতানি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

(৪) ইলতুৎমিস-এর শাসনকালে মধ্য-এশিয়ার দুর্দ্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খান ভারত সীমান্তে এসে উপস্থিত হন। ফলে ইলতুৎমিস যথেষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।

(৫) কুতুব উদ্দিনের মৃত্যুর পর রাজপুতানার একাধিক রাজ্য, যেমন- আজমীর, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর প্রভৃতি সুলতানি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ইলতুৎমিস তাঁর রাজত্বকালে উদ্ভূত সমস্যাগুলির ব্যাপারে সজাগ ছিলেন এবং সেগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। তাঁর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে --

(১) সুলতান ইলতুৎমিস তাজউদ্দিন ইলদিজ ও নাসির উদ্দিন কুবাচার আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা নেন-

(ক) ইলতুৎমিস তাজউদ্দিন ইলদিজের হাত থেকে দিল্লির স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। তাজউদ্দিন ইলদিজ পাঞ্জাব ও তৎসংলগ্ন কিছু এলাকা দখল করেন এবং দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হন। ইলতুৎমিস তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে তরাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইলতুৎমিস তাজউদ্দিনের বাহিনীকে ধ্বংস করেন। তাজউদ্দিনকে প্রথমে বন্দী ও পরে হত্যা করা হয়।

(খ) ইলতুৎমিস নাসির উদ্দিন কুবাচার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। নূরউদ্দিন মহম্মদ উকীর-এর 'জুয়ামিনুল হিয়াকাৎ' থেকে জানা যায় যে নাসির উদ্দিন লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং ইলতুৎমিস তাঁকে প্রতিহত করার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে মানসেরার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নাসির উদ্দিন কুবাচা পরাজিত হয়ে সিন্ধুদেশে পালিয়ে যান। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ইলতুৎমিস ও নাসিরউদ্দিন কুবাচার মধ্যে সংঘাত হয়। নাসির উদ্দিন পরাজিত হয়ে পলায়ন করার সময় সিন্ধুনদের জলে ডুবে প্রাণ হারান।

(২) সুলতান ইলতুৎমিস সিংহাসনের ওপর বৈধ সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নেন। তিনি ঔদ্ধত্যপরায়ন ও বিদ্রোহী আমীর-ওমরাহদের দমন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি সিংহাসনের ওপর তাঁর বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য খলিফার নিকট আবেদন জানান। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের তৎকালীন খলিফা অল মুস্তান শির বিল্লাহ তাঁর ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানান। খলিফা তাঁকে 'সুলতান ই আজম' উপাধিতে ভূষিত করেন।

(৩) সুলতান ইলতুৎমিস নিজ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলার বিদ্রোহ দমনে তৎপর হন। আলি মর্দান খলজী নিজেকে বাংলার সুলতান বলে ঘোষণা করেন। পরে তাঁর পুত্র হাসাম উদ্দিন ইয়াজ খলজী 'গিয়াসউদ্দিন খলজী' নাম নিয়ে বাংলাকে স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন। তিনি খুৎবা পাঠ করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালান। সুলতান গিয়াস উদ্দিন খলজী তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেন। ইলতুৎমিস বাংলা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে ইলতুৎমিসের পুত্র নাসির উদ্দিন বাংলায় অভিযান চালান। তিনি গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করেন ও বাংলাকে সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন (১২২৬)। বাংলায় পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস বাংলার বিদ্রোহ দমন করে সেখানে সুলতানি শাসন পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।

(৪) সুলতান ইলতুমিসের আমলে উদ্ভূত সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল চেঙ্গিজ খান-এর ভারত সীমান্তে উপস্থিতি। উল্লেখ্য যে, মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খান মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ, তাসখন্দ, বোখারা প্রভৃতি রাজ্য জয় করে খারাজম বা খিবা রাজ্য আক্রমণ করেন। খারাজমের শাহ জালালউদ্দিন মঙ্গাবর্ণী চেঙ্গিজ খানের আক্রমণে ভীত হয়ে পাঞ্জাবে পালিয়ে আসেন। চেঙ্গিজ খান তাঁকে পশ্চাদ্‌ধাবন করে ভারত সীমান্তে পাঞ্জবে এসে উপস্থিত হন এবং সেখানে শিবির স্থাপন করেন (১২২০-২১)। জালাল উদ্দিন সুলতান ইলতুৎমিসের সাহায্য প্রার্থী হন। ইলতুৎমিস কূটনৈতিক উপায়ে জালাল উদ্দিনকে

সাহায্য প্রদানে বিরত থাকেন। ফলে জালাল উদ্দিন সিন্ধুদেশ হয়ে পারস্যে পালিয়ে যান। চেঙ্গিজ খান তাঁকে পশ্চাদ্ধাবন করে ভারত সীমান্ত পরিত্যাগ করেন। ফলে শিশু সুলতানি রাষ্ট্র ভয়াবহ মোঙ্গল আক্রমণের বিভীশিখা থেকে রক্ষা পায়।
(৫) সুলতান ইলতুৎমিস রাজপুতানার রাজ্যগুলির ওপর পুনরায় নিজ অধিকার স্থাপনের ব্যাপারে তৎপর হন। তিনি সেখানে ক্রমাগত অভিযান চালান। ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজপুতানার গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ রণথোম্বর অধিকার করেন। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারোয়ার দখল করেন। ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র পুনর্দখল করেন। ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মালব রাজ্য আক্রমণ করে ভিলসা দুর্গ অধিকার করেন। তিনি একাধিক অভিযানে সাফল্য লাভের মাধ্যমে রাজপুতানার ওপর দিল্লি সুলতানি শাসন পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।
উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে সুলতান ইলতুৎমিস উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি প্রতিপক্ষদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি খলিফার নিকট থেকে স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে সিংহাসনের ওপর তাঁর বৈধ সাংবিধানিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি রাজপুতানার ওপর পুনরায় আধিপত্য স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি আসন্ন মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা করে শিশু সুলতানি রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি ভগ্নপ্রায় ও দুর্বল শিশু সুলতানি রাষ্ট্রকে স্বীয় কৃতিত্বের দ্বারা সুগঠিত ও বলিষ্ঠ করেন।

প্রশ্ন (৩) ঃ সুলতান সামসউদ্দিন ইলতুৎমিসের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
উত্তর ঃ দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে সুলতান ইলতুৎমিসের শাসনকাল (১২১১-১২৩৪) এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক (১২০৬-১২১১খ্রি:)। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন আরামশাহ। কুতুব উদ্দিনের জামাতা সামসুদ্দিন ইলতুৎমিস তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে দিল্লির সিংহাসনে দখল করেন। তিনি শিশু সুলতানি রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও সুদৃঢ়করণে আত্মনিয়োগ করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ মিনহাজউদ্দিন সিরাজ রচিত 'তবকাৎ ই নাসিরি', মহম্মদ ইসামী রচিত 'ফুতুহ উস সালাতিন', নূরউদ্দিন মহম্মদ উকির রচিত 'জুয়ামিনুল হিয়াকাৎ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজত্বকাল ও বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা যায়।

সুলতান সামসউদ্দিন ইলতুৎমিস ছিলেন মামেলুক বা দাসবংশীয় সুলতানদের মধ্যে অন্যতম। সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি থেকে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
(১) সুলতান ইলতুৎমিস তাঁর দুই প্রধান প্রতিপক্ষ অর্থাৎ তাজউদ্দিন ইলদিজ ও নাসির উদ্দিন কুবাচার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রচেষ্টা নেন-
(ক) ইলতুৎমিস তাজউদ্দিন ইলদিজের হাত থেকে দিল্লির স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। তাজউদ্দিন ইলদিজ পাঞ্জাব ও তৎসংলগ্ন কিছু এলাকা দখল করেন। ইলতুৎমিস তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে তরাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইলতুৎমিস তাজউদ্দিনের বাহিনীকে ধ্বংস করেন। তাজউদ্দিনকে প্রথমে বন্দী ও পরে হত্যা করা হয়।
(খ) ইলতুৎমিস নাসির উদ্দিন কুবাচার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। নূরউদ্দিন মহম্মদ উকীর-এর 'জুয়ামিনুল হিয়াকাৎ' থেকে জানা যায় যে নাসির উদ্দিন লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং ইলতুৎমিস তাঁকে প্রতিহত করার জন্য সেখানে উপস্থিত হন। ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে মানসেরার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নাসির উদ্দিন পরাজিত হয়ে সিন্ধুদেশে পালিয়ে যান। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ইলতুৎমিস ও নাসিরউদ্দিন কুবাচার মধ্যে সংঘাত হয়। নাসির উদ্দিন পরাজিত হয়ে পলায়ন করার সময় সিন্ধুনদের জলে ডুবে প্রাণ হারান।
(২) সুলতান ইলতুৎমিস সিংহাসনের ওপর তাঁর বৈধ সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নেন। তিনি ঔদ্ধত্যপরায়ণ ও বিদ্রোহী আমীর-ওমরাহদের দমন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি সিংহাসনের ওপর তাঁর বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য খলিফার

নিকট আবেদন জানান। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন খলিফা অল মুস্তান শির বিল্লাহ তাঁর ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানান। তিনি ইলতুৎমিস-কে 'সুলতান ই আজম' উপাধিতে ভূষিত করেন।

(৩) সুলতান ইলতুৎমিস নিজ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলার বিদ্রোহ দমনে তৎপর হন। আলি মর্দান খলজী নিজেকে বাংলার সুলতান বলে ঘোষণা করেন। পরে তাঁর পুত্র হাসাম উদ্দিন ইয়াজ খলজী 'গিয়াসউদ্দিন খলজী' নাম নিয়ে বাংলাকে স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন। তিনি খুৎবা পাঠ করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালান। সুলতান গিয়াস উদ্দিন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেন। ইলতুৎমিস বাংলা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইলতুৎমিসের পুত্র নাসির উদ্দিন বাংলায় অভিযান চালান। তিনি গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করেন ও বাংলাকে সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন (১২২৬)। পরে বাংলায় পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস বাংলার বিদ্রোহ দমন করে সেখানে সুলতানি শাসন পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।

(৪) সুলতান ইলতুমিস মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খান-এর আসন্ন আক্রমণের মোকাবিলা ক রে স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। উল্লেখ্য যে, মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খান মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ, তাসখন্দ, বোখারা প্রভৃতি রাজ্য জয় করে খারাজম বা খিবা রাজ্য আক্রমণ করেন। খারাজমের শাহ জালালউদ্দিন মঙ্গাবর্ণী চেঙ্গিজ খানের আক্রমণে ভীত হয়ে পাঞ্জাবে পালিয়ে আসেন। চেঙ্গিজ খান তাঁকে পশ্চাদ্ধাবন করে ভারত সীমান্তে পাঞ্জাব এসে উপস্থিত হন এবং সেখানে শিবির স্থাপন করেন (১২২০-২১)। জালাল উদ্দিন সুলতান ইলতুৎমিসের সাহায্য প্রার্থী হন। ইলতুৎমিস কূটনৈতিক উপায়ে জালাল উদ্দিনকে সাহায্য প্রদানে বিরত থাকেন। ফলে জালাল উদ্দিন সিন্ধুদেশ হয়ে পারস্যে পালিয়ে যান। চেঙ্গিজ খান তাঁকে পশ্চাৎ ধাবন করে ভারত সীমান্ত পরিত্যাগ করেন। ফলে শিশু সুলতানি রাষ্ট্র ভয়াবহ মোঙ্গল আক্রমণের বিভীশিখা থেকে রক্ষা পায়।

(৫) সুলতান ইলতুৎমিস রাজপুতানার রাজ্যগুলির ওপর পুনরায় নিজ অধিকার স্থাপনের ব্যাপারে তৎপর হন। তিনি সেখানে ক্রমাগত অভিযান চালান। ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজপুতানার গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ রণথোম্বর অধিকার করেন। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারোয়ার দখল করেন। ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র পুনর্দখল করেন। ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মালব রাজ্য আক্রমণ করে ভিলসা দুর্গ অধিকার করেন। তিনি একাধিক অভিযানে সাফল্য লাভের মাধ্যমে রাজপুতানার ওপর দিল্লি সুলতানি শাসন পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।

(৬) সুলতান সামসউদ্দিন ইলতুৎমিস স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ভিত্তিকে বলিষ্ঠ করা জন্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

(ক) তিনি কেন্দ্রীয় প্রশাসনে একাধিক কর্মচারী নিয়োগ করেন। কেন্দ্রীয় রাজকর্মচারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উজীর (প্রধানমন্ত্রী), সদর-ই-জাহার (ধর্মীয় উপদেষ্টা), প্রধান কাজা(প্রধান বিচারক) প্রভৃতি। তিনি প্রশাসনে কেবলমাত্র তুর্কিদের নিয়োগ করেন।

(খ) সুলতান ইলতুৎমিস প্রশাসনকে বলিষ্ঠ করার জন্য এক নতুন অভিজাত গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ জন। এই গোষ্ঠী 'বন্দেগান-ই চাহালগানী' বা 'চল্লিশচক্র' নামে খ্যাত।

(গ) সুলতান ইলতুৎমিস প্রশাসন ও অর্থনীতিকে বলিষ্ঠ করার জন্য এক ধরণের ভূমি বন্দোবস্ত চালু করেন, যা 'ইক্তা প্রথা' নামে খ্যাত। 'ইক্তা' শব্দের অর্থ হল অংশ বা ভাগ। তিনি খালিসা জমি বা রাজকীয় জমি আমিলদের তত্ত্বাবধানে রাখেন। তিনি নববিজিত এলাকা বা দূরবর্তী এলাকা সেনাধ্যক্ষ বা প্রশাসনিক কর্মচারীদের রাজস্ব আদায় অথবা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের শর্তে বন্দোবস্ত দেন।

(ঘ) সুলতান ইলতুৎমিস মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করেন। তিনি 'তঙ্কা' (রৌপ্য মুদ্রা) ও 'জিতল' (তাম্র মুদ্রা) নামে দু ধরণের

মুদ্রা চালু করেন। নেলসন রাইট লিখেছেন, সুলতান ইলতুৎমিস দিল্লি সুলতানির মুদ্রা ব্যবস্থাকে সুগঠিত করেন।

(৭) সুলতান ইলতুৎমিস শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সামানিদ ও গজনীর আদর্শে তাঁর রাজসভাকে গড়ে তোলেন। উলেমা ও সুফিরা তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। মিনহাজউদ্দিন সিরাজ, নিজাম উল মুল্ক জুনাইদি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি কুতুব মিনারের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করেন (সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক এর নির্মাণ কার্য শুরু করেন)। এছাড়া তাঁর আমলে 'হৌজ-ই-সামসি', 'সামসি-ইদগাহ', 'জামি মসজিদ'(বাদাউনে অবস্থিত) ও নাগৌর (যোধপুর)-এর 'অতরকিন-কা-দরওয়াজা' নির্মিত হয়। তিনি শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর আমলে দিল্লিতে দুটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি রাজধানী দিল্লি নগরীকে সুসজ্জিত করে তোলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে সুলতান ইলতুৎমিস দিল্লি সুলতানিকে বলিষ্ঠ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি খলিফার নিকট থেকে স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে সিংহাসনের ওপর সাংবিধানিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি রাজপুতানার ওপর পুনরায় আধিপত্য স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি আসন্ন মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা করে শিশু সুলতানি রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি দুর্বল শিশু সুলতানি রাষ্ট্রকে স্বীয় কৃতিত্বের দ্বারা সুগঠিত ও বলিষ্ঠ করেন। জে. এল. মেহতা তাঁর 'Advanced Study in the History of Medieval India' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইলতুৎমিস ছিলেন দিল্লি সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা'(Iltutmish was the real founder of the Delhi Sultanate'.)।